তারিখ 25 APR 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

দৈনিক
আমাদের সময়

সাক্ষাৎকারে ইবি ভিসি

ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে নেওয়া হয়েছে ৪৬০ কোটি টাকার কর্মসূচি

শামসুল আলম স্বপন, কুষ্টিয়া ●

ড. হারুন অর রাশিদ আসকারী। রংপুরের সন্তান। চাকরির সুবাদে থাকেন কুষ্টিয়ায়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেন ২০১৬ সালের ২১ আগস্ট। এরইমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি নির্মূলে নিয়েছেন নানা পদক্ষেপ। জঙ্গিবাদ নির্মূলে ইবির ইতিহাসে করেছেন নজিরবিহীন মিছিল। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে নিতে যাচ্ছেন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যে স্বপ্ন নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে চান তিনি। এসব নিয়ে সম্প্রতি দৈনিক আমাদের সময়ের পক্ষ থেকে ড. হারুন অর রাশিদ আসকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে নেওয়া

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) একাডেমিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে ড. হারুন অর রাশিদ আসকারী বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে ৪৬০ কোটি টাকার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭০% ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে। বর্তমানে ২৫% ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক সুবিধা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য যা যা করা লাগে, সেসব পদক্ষেপও নেওয়া হবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, সবার সহযোগিতা পেলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্নীতি শব্দটি মুছে দিতে চাই। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিবাজদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, 'এফ' ইউনিটে ভর্তির সময় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রমাণ সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, অতীতে যারা দুর্নীতি করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে তাদের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। প্রমাণ পেলে সরাসরি দুর্নীতি দমন কমিশনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট নিরসনে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে ড. হারুন অর রাশিদ আসকারী বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। আমরা চেষ্টা করে অনেকটা সফল হয়েছি। আগামীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেশনজট থাকবে না বলে আশা করছি।

জঙ্গি দমনে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি বলেন, একসময় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের লালন করা হতো। শিক্ষার কোনো পরিবেশ ছিল না। টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারেও জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা হস্তক্ষেপ করত। আমি যোগদানের পর ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষক কর্মচারী, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী বড় ধরনের মিছিল করেছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক্যাম্পাসে কোনো জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। তাদের সন্ধান পেলে আইনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমরা মোটিভেশন ওয়ার্ক চালিয়ে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা। এর জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

এত দ্রুত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সব কিছুতে পরিবর্তন আনা সম্ভব হলো কীভাবে? জবাবে ড. আসকারী বলেন, প্রথমত সরকারের সদিচ্ছা, দ্বিতীয়ত আমার সঙ্গে যারা চাকরির সুবাদে রয়েছেন, যেমন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক সেলিম তোহাসহ সবার আন্তরিকতায় এটা সম্ভব হয়েছে।